কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 27 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকদের কাছ থেকে কৌশলে অর্থ আদায়

বোরহানউদ্দিনে হিসাব কর্মকর্তাসহ আটক ৩

ভোলা প্রতিনিধি ▷

ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার হিসাবরক্ষণ অফিসের জুনিয়র অডিটর, সহকারী শিক্ষকসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবরক্ষণ অফিস থেকে বন্ধের দিনে কাজ করা অবস্থায় প্রয়োজনীয় প্রমাণসহ তাদের আটক করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে বোরহানউদ্দিন উপজেলার হিসাবরক্ষণ অফিসের জুনিয়র অডিটর মো. হোসেন জন্মাষ্টমীর ছুটির দিনে অফিসের বাইরে দিয়ে তালা দিয়ে ভেতরে কাজ করছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবদুল কুদ্দুস ওই অফিসে যান। এ সময় হিসাবরক্ষণ অফিস থেকে ওই অফিসের জুনিয়র অডিটর মো. হোসেন, সহকারী শিক্ষক মো. নুরনবী ও ফিরোজ নামের এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে আটক করেন। পরে জিজ্ঞাসাবাদে তারা ঘুষের টাকা আদায়ের কথা স্বীকার করেন।

এ ব্যাপারে বোরহানউদ্দিন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল কুদ্দুস জানান, বোরহানউদ্দিন উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, হিসাবরক্ষণ অফিসের অডিটরসহ একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে বিভিন্ন কৌশলে অর্থ আদায় করে আসছিল। শিক্ষকদের কাগজে নানা ত্রুটি দেখিয়ে ঢাকা থেকে কাজ করিয়ে আনতে হবে ইত্যাদি বলে কাজ বন্ধ রাখত। পরে মোটা অঙ্কের ঘুষ নিয়ে বন্ধের দিন অফিসে এসে দরজা বন্ধ করে নিজেরাই ওই কাজ করত। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই চক্রের তিন সদস্যকে কাগজপত্রসহ আটক করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরো বলেন, আটক ফুল কাচিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. নুরনবী তাঁকে জানান, তিনিসহ কয়েকজন শিক্ষক ৮৫টি স্কুলের ৮৫ জন্য শিক্ষকের কাছ থেকে চার লাখ ২৫ হাজার টাকা উত্তোলন করেন। পরে ভুক্তভোগীদের ওই টাকা ফেরত দেওয়ার শর্তে মুচলেকা রেখে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

তবে উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসের অডিটর মো. হোসেন জানান, ঘুষের ওই টাকা হিসাবরক্ষক আবুল কাসেমের সময় নেওয়া হয়।

একটি সূত্র জানায়, বর্তমান শিক্ষা কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন এ উপজেলায় যোগদানের পর থেকে শিক্ষা অফিসে ব্যাপক অনিয়ম শুরু হয়। ঘুষ ছাড়া তিনি নাকি কোনো স্বাক্ষর পর্যন্ত করেন না।

শিক্ষা কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন জানান, এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।